মুসাফির বাংলা ইস্কুল

HSC.UniAd.BCS.JOB

কারকের কারবার !

MUSAFIR RAHAD

মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
মুন্সি আব্দুর রউফ কলেজ,পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Guardian BCS, , Amicus Law Academy , Icon Plus Admission,
ex- S@ifurs BCS , Oracle BCS, UCC , Uniaid Admission

01687 600 698
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

কারক

⇨ কারক : কারক এক ধরনের সম্পর্ক।

বাক্যস্থিত নাম পদের সাথে ক্রিয়া পদের সম্পর্কই কারক। যেমন- আমরা ভাত খাই। এখানে আমরা ও ভাত নাম পদ এবং খাই ক্রিয়াপদ।

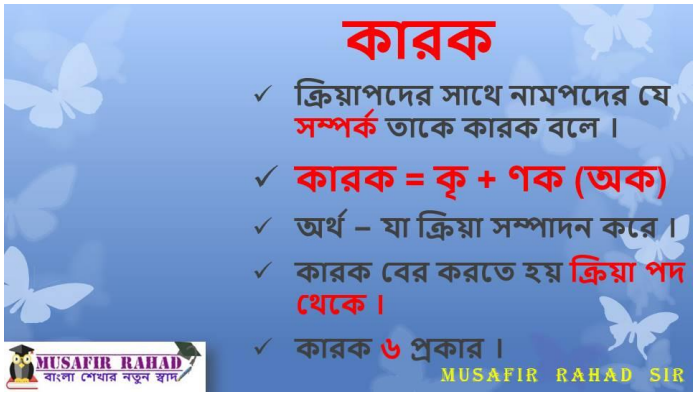

⇨ বিভক্তি: বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে।

বাংলা শব্দ-বিভক্তি সাতটি

প্রথমা বা শূন্য, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।

বাংলা কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলো নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়-

১মা	০
দ্বিতীয়া	কে, রে (এরে)
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
চতুর্থী	কে, রে, নিমিত্তে, জন্য
পঞ্চমী	হইতে, থেকে, চেয়ে, হতে
ষষ্ঠী	র, এর
সপ্তমী	এ, য়, তে

⇨ কারক ছয় প্রকার। যথা:

১. কর্তৃকারক ২. কর্মকারক ৩. করণকারক ৪. সম্প্রদান কারক ৫. অপাদান কারক ৬. অধিকরণ কারক।

কারক নির্ণয়ের সূত্র

কর্তৃকারক	ক্রিয়াকে কে/কারা দিয়ে প্রশ্ন
কর্মকারক	ক্রিয়াকে কি/কাকে দিয়ে প্রশ্ন
করণকারক	ক্রিয়াকে কি দ্বারা/কিসের দ্বারা দিয়ে প্রশ্ন
সম্প্রদান কারক	স্বত্বত্যাগ করে দিয়ে দেয়া বুঝালে সম্প্রদান কারক। (যাকে দেয়া বোঝাবে তার নিচে দাগ দেয়া থাকবে।)
অপাদান কারক	ক্রিয়াকে কোথা থেকে/ কখন থেকে/কিসের থেকে দিয়ে প্রশ্ন
অধিকরণ কারক	ক্রিয়াকে কোথায় / কখন /কিসে দিয়ে প্রশ্ন

উদাহরণ: রাজা প্রতিদিন রাজদরবারে বসে রাজকোষ থেকে অর্থ দুহাতে গরিবদেরকে দান করেন।

রাজা = কর্তৃকারক।
প্রতিদিন = অধিকরণ কারক।
রাজদরবারে = অধিকরণ কারক
রাজকোষ থেকে = অপাদান কারক।
অর্থ = কর্মকারক।
দুহাতে = করণ কারক।
গরিবদেরকে = সম্প্রদান কারক।

কর্তৃকারক

⇨ কর্তৃকারক: বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক। ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্তৃকারক।

💣 অ. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনে বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে -

(১)মুখ্য কর্তা - যে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে, সে মুখ্য কর্তা। যেমন - ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

(২) প্রযোজক কর্তা - মূল কর্তা যখন অন্যকে কোন কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন-শিক্ষাক ছাত্রগণকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
(৩)প্রযোজ্য কর্তা - মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। যেমন - রাখাল গরচকে ঘাস খাওয়ায়।
(৪) ব্যতিহার কর্তা-কোন বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে এক জাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার কর্তা বলা হয়।
যেমন - বাঘে - মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

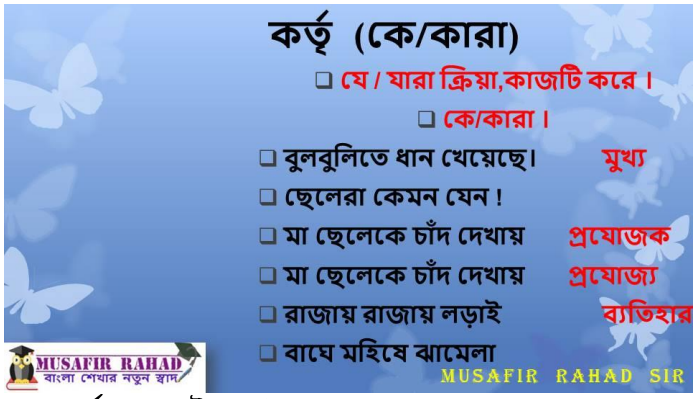

⇨ কর্তৃকারকের উদাহরণ :
- মানুষ ভাবে এক হয় আরেক- শূন্য / প্রথমা।
- তার দ্বারা এ কাজ হবে না সাধন-কর্তৃকারকে ৩য়া।
- ঘোড়ায় ঘাস খায়- কর্তৃকারকে ৭মী।
- পাছে লোকে কিছু বলে- কর্তৃকারকে ৭মী।
- পাতা নড়ে-কর্তৃকারকে শূন্য।
- পাখি সব করে রব- কর্তৃকারকে শূন্য / প্রথমা।
- সকলকে একদিন মরতে হবে- কর্তৃকারকে ৩য়া।

কর্মকারক

⇨ কর্মকারক: যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম কারক বলে।

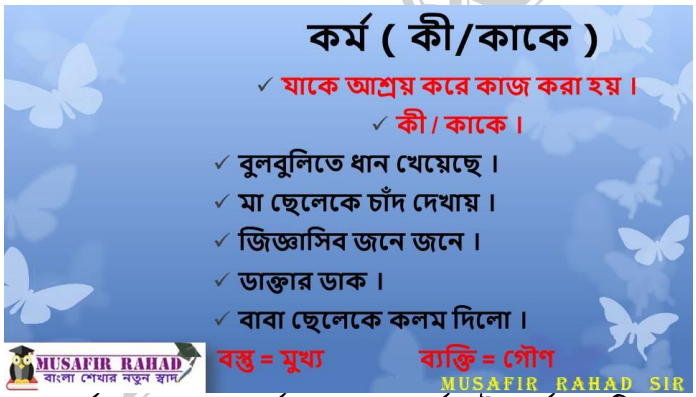

কর্ম দু প্রকার: মুখ্য কর্ম বা বস্তুবাচক কর্ম, গৌণ কর্ম বা ব্যক্তিবাচক কর্ম। বাক্যের ক্রিয়াকে কি/ কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটাই কর্ম কারক। যেমন- বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

⇨ কর্মকারকের প্রকারভেদ:
অ. সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম- হিমু ফুল তুলছে।
ই. প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম- ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।
ঈ. সমধাতুজ কর্ম- ক্রিয়া ও কর্ম যদি একই ধাতু হয় তবে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে।

⇨ কর্মকারকের উদাহরণ ঃ
- পাপীকে ঘৃণা করো না- কর্মকারকে ২য়া।
- আমি চিনি গো চিনি তোমারে- কর্মকারকে ২য়া।
- ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো- কর্মকারকে ২য়া।
- গুরচ্জনে কর নতি-কর্মকারকে ৭মী।
- বিপদে যেন করিতে পারি জয়-কর্মকারকে ৭মী।

করণ কারক

⇨ করণ কারক : করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। বাক্যের ক্রিয়াকে কীসের সাহায্যে বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটাই করণ কারক। উদাহরণ : সাকিব ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট খেলে (এখানে ব্যাট করণ কারঅ.
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত রাত (এখানে জ্যোৎস্নাতে করণ কারঅ.

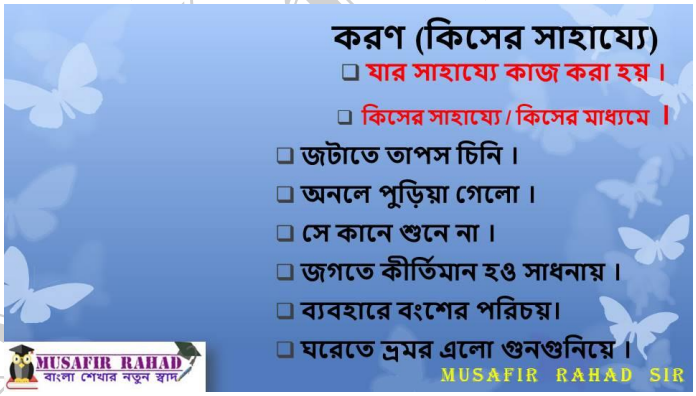

⇨ করণ কারকের উদাহরণ:
- সে পীড়ায় হয়েছে দর্বল-করণ কারকে ৭মী।
- ব্যবহারে বংশের পরিচয়- করণ কারকে ৭মী।
- শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়-করণে ৭মী।
- ছেলেরা তাস খেলে পড়া নষ্ট করছে- করণ কারকে শূন্য/ প্রথমা।
- তাহা হইতে সুখের আশা কম- করণ কারকে ৫মী।
- বড় হও স্বীয় চেষ্টায়- করণ কারকে ৭মী।

সম্প্রদান কারক

⇨ সম্প্রদান কারক: স্বত্ব ত্যাগ করে কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া বোঝালে তাকে সম্প্রদান কারক বলে।
উদাহরণ- অন্ধজনে দেহ আলো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দীনহীনে দান কর। নিজের জিনিস অপরকে দান করে দেওয়াকেই প্রকৃত সম্প্রদান কারক বলে। স্বত্ব ত্যাগ করে না দিলে সেটা সম্প্রদান কারক হবে না। যেমন- কর্মচারীকে বেতন দাও, ধোপাকে কাপড় দাও, সরকারকে কর দাও। এগুলোতে স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া হচ্ছে না, ফলে সম্প্রদান কারক না হয়ে কর্মকারক হবে।
কে, রে বিভক্তি সম্প্রদান কারকে থাকলে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং কর্মকারকে থাকলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

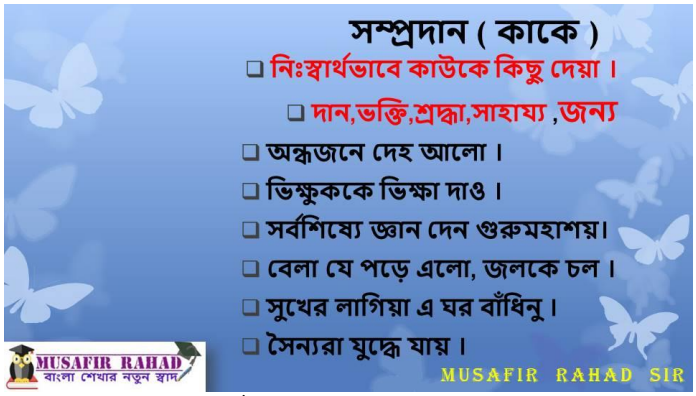

⇨ সম্প্রদান কারকের উদাহরণ:

- সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর- সম্প্রদানে ৭মী
- তোমায় কেন দেইনি আমায় সকল শূন্য করে- সম্প্রদানে ৭মী।
- জলকে চল- সম্প্রদানে ৪র্থী।
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু- নিমিতার্থে সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
- ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও- সম্প্রদানে ৪র্থী।

অপাদান কারক

⇨ অপাদান কারক: যা থেকে কিছু গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। 'কোথা থেকে/কখন থেকে / কিসের থেকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন-

জাত	-	জমি থেকে ফসল পাই।
শ্রুত	-	দাদার মুখে গল্পটি শুনেছি।
বঞ্চিত	-	কেন বঞ্চিত হব চরণে।
পরাজিত	-	পরাজয়ে ডরে না বীর।
আরম্ভ	-	সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।
উৎপন্ন	-	তিলে তৈল হয়। ময়দায় পিঠা হয়।
রক্ষিত	-	বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।
গৃহীত / প্রাপ্ত	-	পথে ফুল কুড়িয়ে পেয়েছি। নদী থেকে পানি এনেছি।
চ্যুত	-	গাছ থেকে ফল পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
বিরত	-	পাপে বিরত হও।

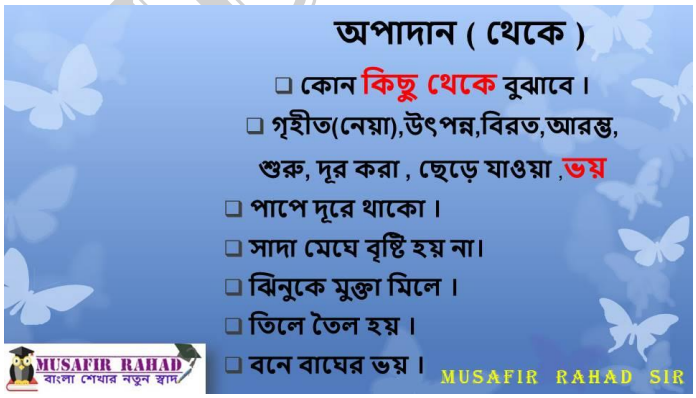

এছাড়া:-

ক. ভয়-ভীতি বোঝালে অপাদান কারক হয়। যেমন-
বাবাকে বড্ড ভয় পাই।

খ. দূরত্ব বোঝালে অপাদান কারক হয়। যেমন-
ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কয়েক শত মাইল দূরে

গ. কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কাজ হওয়া বোঝালে অপাদান কারক হয়।
যেমন- সাতদিন ধরে আমি অসুখে ভুগেছি।

ঘ. বস্তুর রূপান্তর ঘটলে অপাদান কারক হয়। যেমন-
দুধ হতে ছানা হয়।
তিলে তৈল হয়।

ঙ. তুলনা বোঝালে অপাদান কারক হয়। যেমন-
সুপা রূপার চেয়ে ভাল আবৃত্তি করতে পারে।

⇨ অপাদান কারকের উদাহরণ :

- চোখ দিয়ে জল পড়ে - অপাদানে তৃতীয়া।
- এ মেঘে বষ্টি হয় না - অপাদানে সপ্তমী।
- হিমালয় হতে গঙ্গা প্রবাহিত - অপাদানে পঞ্চমী।
- মাতৃস্নেহ স্বর্গ হতে আসে - অপাদানে শূন্য / প্রথমা।
- সব ঝিনুকে মুক্তা মেলে না - অপাদানে সপ্তমী।

অধিকরণ কারক

⇨ অধিকরণ কারক: কর্তা যখন কোন কর্ম সম্পাদন করে তখন কোন স্থান, সময় ও বিষয়কে অবলম্বন করে সে তার কর্ম সম্পাদন করে থাকে। কর্তা কর্তৃক অধিকৃত সেই স্থান, সময় ও বিষয়কে অধিকরণ কারক বলে।

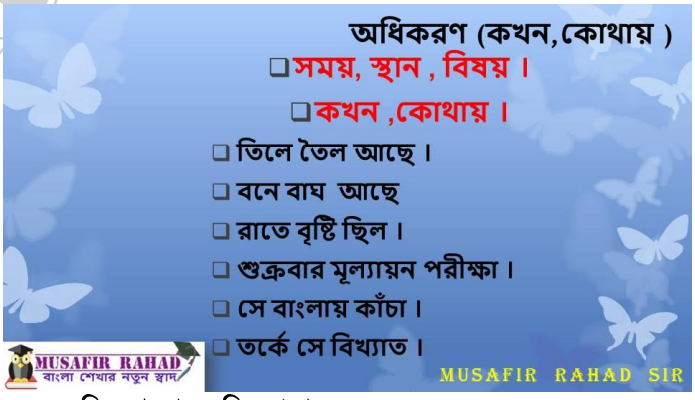

অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যেমনঃ
অ. স্থানাধিকরণ ই. কালাধিকরণ ও ঈ. বিষয়াধিকরণ।

অ. স্থানাধিকরণ /আধারাধিকরণ: ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান / আধারকে আধারাধিকরণ বলে। অর্থাৎ কর্তা যে স্থানে কর্মসম্পাদন করে তাকে আধারাধিকরণ বা স্থানাধিকরণ বলে। উদাহরণ-
বাবা বাড়ি নাই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই।
ইন্দোনেশিয়ায় সুনামি হয়েছে।

ই. সময়াধিকরণ ও কালাধিকরণ : ক্রিয়া সম্পাদনের কাল/ সময়কে কালাধিকরণ বলে। অর্থাৎ কর্তা যে সময়ে কর্ম সম্পাদন করে সে সময়কে সময়াধিকরণ /কালাধিকরণ বলে।
যেমন- বেলা এগারটায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল। বসন্তে ফুল ফোটে। সকালে সূর্য ওঠে।

ঈ. বিষয়াধিকরণ: অনেক বিষয়ের মধ্যে কোন এক বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা / অপারদর্শিতা বোঝালে তাকে বিষয়াধিকরণ বলে।

MUSAFIR RAHAD

যেমন- আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়। শিমুল অঙ্কে ভাল কিন্তু ব্যাকরণে কাঁচা।

প্রত্যেক প্রকার অধিকরণ কারক আবার দুই প্রকার। যেমনঃ-

(১) ঐকদেশিক অধিকরণ ও

(২) অভিব্যাপক অধিকরণ কারক।

(১) ঐকদেশিকঃ বৃহৎ স্থান, সময় ও বিষয়ের মধ্যে যখন অল্পস্থানে অবস্থান বা দখল বোঝায় তখন তাকে ঐকদেশিক অধিকরণ বলে। যেমন- আকাশে চাঁদ আছে। এখানে আকাশের পুরো অংশ জুড়ে চাঁদ থাকে না।

সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন-

রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেহ তারে।

(২) অভিব্যাপকঃ যখন সমগ্র স্থান, বিষয় ও সময়কে দখল করে কোন কাজ করা হয় তখন তাকে অভিব্যাপক অধিকরণ বলে। যেমন- পুকুরে পানি আছে। 'পানি পুকুরের সমগ্র স্থানে বিরাজমান।' তিলে তৈল আছে (তিলের সারা অংশব্যাপী বোঝাচ্ছে)।

⇨ অধিকরণ কারকের উদারহণ :

- কপালের লিখন না যায় খ-ন- অধিকারণে ৬ষ্ঠী।
- কি করি আজ ভেবে না পাই- অধিকরণে শূন্য/প্রথমা।
- বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান- অধিকরণে ৭মী।
- বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি- অধিকরণে শূন্য/প্রথমা।
- পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির- অধিকরণে ৭মী।
- সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি- অধিকরণ ৭মী।

সম্বন্ধ

⇨ সম্বন্ধ পদঃ ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যের অন্য পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে সাধারণত র/ এর/ কার ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত হয়।

- জন্ম-জনক সম্বন্ধ : পুকুরের মাছ, গাছের ফল।
- উপাদান সম্বন্ধ : সোনার বাটি, বেতের চেয়ার, রূপার থালা।
- হেতু সম্বন্ধ : অর্থের অহংকার, রূপের দেমাক।
- গুণ সম্বন্ধ : নিমের তিক্ততা, মধুর মিষ্টতা।
- অভেদ সম্বন্ধ : জ্ঞানের আলো, সুখের সাগর।
- অংশ সম্বন্ধ : হাতির দাঁত, মাথার চুল।
- ভগ্নাংশ সম্বন্ধ : তিনের এক, দশের পাঁচ।
- নির্ধারণ সম্বন্ধ : সবার বড়, সবার চেয়ে ভাল।
- কার্যকারণ সম্বন্ধে : চাঁদের আলো, রোগের কষ্ট, অগ্নির উত্তাপ।
- অধিকার সম্বন্ধ : আমার বাড়ি, প্রজার জমি, রাজার রাজ্য।
- ক্রম সম্বন্ধ : পাঁচের ঘর, দুয়ের পৃষ্ঠা।
- আধার-আধেয় সম্বন্ধঃ বাটির দুধ, শিশির ঔষধ।
- ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : শরতের আকাশ, রোযার ছুটি।
- কৃতি সম্বন্ধ : নজরচলের 'অগ্নি-বীণা', রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'।

⇨ সম্বোধন পদঃ

সম্বোধন মানে আহ্বান। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন-

হে, বিধাতা আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইয়ে দাও।

ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

সুমন, এখানে আস।

কতিপয় উদাহরণ -

ইট-পাথরের বাড়ি বড় শক্ত	করণে ৬ষ্ঠী।
এ কাজ আপনি নিজ হাতে করচ্ন	করণে ৭মী।
সকল কর্মফল ভগবানে অর্পণ কর	সম্প্রদানে ৭মী।
তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আমার নাই	অপাদানে ৫মী।
চোরের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে	অপাদানে ৩য়া।
এ বৎসর ভাল ফসল জন্মিয়াছে	অধিকরণে শূন্য।
ছেলেরা ছাদ থেকে ঘুড়ি উড়াচ্ছে	অধিকরণে ৫মী।
মীরা বাগানে ফুল তুলিতেছে	কর্মে শূন্য।
বইখানা ধরো	কর্মে শূন্য।
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার ?	কর্মে শূন্য।
আমি কখনও ঢাকা দেখি নাই	কর্মে শূন্য।
তোমায় দেখলেও পাপ	কর্মে ৭মী।
সোনা গলাইয়া গহনা করা হয়	করণে শূন্য।
গীর্জায় গিয়া যীশু ভজে সে	কর্মে শূন্য।
আমরা কানে শুনি	করণে ৭মী।
আলোয় আঁধার কাটিয়া যায়	করণে ৭মী।
সোজা পথে চলো না কেন ?	করণে ৭মী।
টাকায় বাঘের দুধ মিলে	করণে ৭মী।
ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে	করণে ৭মী।
শিকারী বিড়াল গোঁফে চিনা যায়	করণে ৭মী।
কালির দাগ সহজে উঠে না	করণে শূন্য।
নৌকাতে নদী পার হওয়া যায়	করণে ৭মী।
সরিষা হইতে তৈল হয়	অপাদানে ৫মী।
তিলে তৈল হয়	অপাদানে ৭মী।
বইখানি ঘরেই ছিল	অধিকরণে ৭মী।
সমুদ্রে লবণ আছে	অধিকরণে ৭মী।
গরচতে গাড়ি টানে	কর্তায় ৭মী।
আমাকে কোরআন পড়িতে হইবে	কর্তায় ২রা।
আমার কোরান পড়া হইয়াছে	কর্তায় ৬ষ্ঠী।
গরচতে গরচতে লড়াই করিতেছে	কর্তায় ৭মী।
কি সাহসে এমন কথা কহিতেছ	কর্মে ৭মী।
প্রাণপণে চেষ্টা কর	কর্মে ৭মী।
তাহারা পাশা খেলিতেছে	করণে শূন্য।
ধর্ম হইতে বিচলিত হইও না	অপাদানে ৫মী।
জলে বাষ্প হয়	অপাদানে ৭মী।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু	অপাদানে ৭মী করণে ৭মী

MUSAFIR RAHAD

সরোবরে পদ্ম জন্মে	অধিকরণে ৭মী।
একদিন পাপের ফল ফলিবে	অধিকরণে শূন্য।
সৎপাত্রে কন্যাদান করিও	সম্প্রদানে ৭মী।
সৈন্যদল যুদ্ধে যাইতেছে	সম্প্রদানে ৭মী।
দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করে	সম্প্রদানে ৪র্থী।
টাকার লোভ ভাল নয়	সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী।
রাতে তারা দেখা যায়	অধিকরণে ৭মী।
বসন্তে নানা রকমের ফুল ফোটে	অধিকরণে ৭মী।
তুমি কি ময়মনসিংহ যাইবে	অধিকরণে শূন্য।
তাহার এক সপ্তাহ জ্বর হইয়াছে	কর্মে শূন্য।
বাতাস মন্দ মন্দ বহিতেছে	কর্মে শূন্য।
পাপীকে ধিক	কর্মে ২য়া।
সে কানে শোনে না	করণে ৭মী।
পাখিকে তীর মারো	করণে শূন্য।
মদে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে	করণে ৭মী।
শ্রম বিনা ধনলাভ হয় না	করণে শূন্য।
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?	করণে শূন্য।
চিররোগী কি আশায় বাঁচে?	সম্প্রদানে ৭মী।

প্রশ্ন ও সমাধান

০১. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'-এ বাক্যে 'স্বাধীনতার' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
অ. করণে ষষ্ঠী ই. অপাদানে ষষ্ঠী
ঈ. নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী উ. অধিকরণে ষষ্ঠী

০২. 'টাকায় টাকা আনে'-এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?[
অ. কর্তৃকারকে শূন্য ই. কর্তৃকারকে ৭মী
ঈ. কর্মকারকে ৭মী উ. অপাদানে ৭মী
ঊ. করণকারকে ৭মী

০৩. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন-এখানে 'মা' কোন কর্তা?
অ. মুখ্য কর্তা ই. গৌণ কর্তা
ঈ. প্রযোজক কর্তা উ. প্রযোজ্য কর্তা
ঊ. ব্যতিহার কর্তা

০৪. 'আমাদের একটি গল্প বলুন।'– এই বাক্যে 'আমাদের' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
অ. কর্তায় ষষ্ঠী ই. অপাদানে সপ্তমী
ঈ. কর্মে ষষ্ঠী উ. অধিকরণে সপ্তমী

০৫. তার হাসিতে মুক্তো ঝরে। এখানে 'হাসিতে' শব্দটি কোন কারকে ৭মী বিভক্তি?
অ. অপাদান ই. কর্ম
ঈ. করণ উ. সম্প্রদান

০৬. অপাদানে ৫মী বিভক্তি কোন্‌টি?
অ. আমা হতে একাজ হবে না সাধন
ই. ভালো ছাত্র হতে ভালো ফল আশা করা যায়
ঈ. দুধ হতে ঘি হয়
উ. বাড়ি হতে নদী দেখা যায়

০৭. 'বর্ষাকালে সাপের ভয়'। এখানে সাপের শব্দটি কোন কারকে কোন্‌ বিভক্তি?
অ. অপাদানে ষষ্ঠী ই. করণে ষষ্ঠী
ঈ. অধিকরণে ষষ্ঠী উ. কর্মে ষষ্ঠী

০৮. "আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা" বাক্যে 'আমারে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
অ. কর্মকারকে ২য়া ই. কর্তৃকারকে ২য়া
ঈ. কর্মকারকে ৭মী উ. কর্তৃকারকে ৭মী

০৯. সম্প্রদান কারকের উদাহরণ কোন্‌টি?
অ. ধোপাকে কাপড় দাও ই. দীনে দয়া কর
ঈ. ডাক্তার ডাক উ. সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে

১০. স্কুল পালিয়ে কেউ রবীন্দ্রনাথ হয় না-কোন্‌ কারকে কী বিভক্তি?
অ. কর্মে ষষ্ঠী ই. অপাদানে শূন্য
ঈ. করণে তৃতীয়া উ. অধিকরণে শূন্য

১১. "প্রচলিত আইনেই এই অপরাধের যোগ্য শাস্তি বিধান সম্ভব।'- এ বাক্যে 'আইনেই' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
অ. কর্মে ২য়া ই. কর্তায় ৭মী
ঈ. করণে ৭মী উ. অধিকরণে ৭মী
ঊ. অপদানে ৭মী

১২. 'বাবা বাড়ি নেই' - 'বাড়ি' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
অ. কর্মে শূণ্য ই. অধিকরণে শূণ্য
ঈ. কর্তায় শূণ্য উ. অপাদানে ২য়া

১৩. কর্মবাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?
অ. প্রথমা ই. তৃতীয়া
ঈ. দ্বিতীয়া উ. ষষ্ঠী

১৪. ভাবাধিকরণে সর্বদাই কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়?
অ. চতুর্থী ই. সপ্তমী
ঈ. ষষ্ঠী উ. তৃতীয়া

১৫. 'স্কুল পালিয়ে কেউ নজরম্নল হয় না' বাক্যটির কারক ও বিভক্তি-
অ. অধিকরণে শূন্য ই. অপাদানে শূন্য
ঈ. করণে সপ্তমী উ. অধিকরণে সপ্তমী

১৬. 'শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল'-পঙ্‌ক্তিটির 'শিশিরে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
অ. অধিকরণে ৭মী ই. অপাদানে ৭মী
ঈ. কর্মে ৭মী উ. করণে ৭মী

১৭. "তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"-নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দটি কোন্‌ কারকে কোন্‌ বিভক্তি?
অ. সম্প্রদানে ষষ্ঠী ই. সম্প্রদানে তৃতীয়া
ঈ. অপাদানে তৃতীয়া উ. প্রাদি সমাস ঊ. কর্মে ষষ্ঠী

১৮. খেজুর রসে গুড় হয়। কোন কারক?
অ. অধিকরণ ই. করণ ঈ. কর্ম উ. অপাদান

১৯. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ব্যক্তিবাচক কর্মকে কি বলে?
অ. মুখ্য কর্ম ই. গৌণ কর্ম
ঈ. উদ্দেশ্য কর্ম উ. বিধেয় কম

২০. "সমাজে প্রচলিত বিধিনিষেধ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।" এ বাক্যে 'বিধিনিষেধ' কোন্‌ কারকে কোন্‌ বিভক্তি?
অ. কর্মে শূন্য ই. কর্তায় শূন্য
ঈ. করণে শূন্য উ. অধিকরণে শূন্য

উত্তরমালা :

০১	ঈ	০২	ই	০৩	ঈ	০৪	ঈ	০৫	অ
০৬	ঈ	০৭	অ	০৮	ঈ	০৯	ই	১০	ই
১১	ঈ	১২	ই	১৩	ই	১৪	ই	১৫	ই

MUSAFIR RAHAD

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (GUARDIAN BCS, S@ifurs BCS, IconPlus, Ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,UCC) 01687600698

১৬	উ	১৭	অ	১৮	উ	১৯	ই	২০	অ

MUSAFIR RAHAD